কুরআন

হিদায়তের কিতাব

20-January-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়িয নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারনভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:**

www.dawateislami.net

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِى اللهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَاَخَّرَتْ

অর্থাৎ: আল্লাহ পাকের জন্যই পরস্পরকে মুহাব্বাতকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনদে আবি ইয়ালা, হাদীস ২৯৫১, ৩/৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গানবাজনায় মত্ত ব্যক্তির তাওবা

হযরত আবু হাশিম সূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি বসরা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং একটি নৌকায় আরোহন করার জন্য

www.dawateislami.net

অগ্রসর হলাম। সেই নৌকায় একজন পুরুষ ছিলো যার সাথে তার বাঁদীও ছিলো। সেই লোকটি আমাকে বললো: "নৌকায় জায়গা নেই।" বাঁদীটি আমার পক্ষে সুপারিশ করলে সে আমাকেও নৌকার আরোহী করে নিলো। যখন আমরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হলাম তখন লোকটি খাবার আনলো এবং নিজের সামনে রাখলো। বাঁদিটি তাকে বললো: "এই মিসকিনকেও আপনার সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করিয়ে নিন।" সুতরাং সে আমাকেও খাবারে অংশীদার বানিয়ে নিলো। যখন খাবার শেষ হলো তখন সে বাঁদিকে বলতে লাগলো: "মদ নিয়ে আসো।" যখন সে মদ নিয়ে আসলো তখন সে তা পান করতে লাগলো এবং বাঁদিকে আমাকেও মদ পান করাতে বললো, কিন্তু আমি বারণ করে দিলাম। যখন সেই লোকটি মদের নেশায় মত্ত হয়ে গেলো তখন সে বাঁদিকে বললো: "তোমার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসো।" বাঁদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসলো এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো। অতঃপর সেই ব্যক্তি আমার দিকে মনোযোগী হলো এবং বললো: "তোমার কাছে কি এরূপ (গানের মতো) কিছু আছে?" আমি উত্তর দিলাম: হ্যাঁ! আমার কাছে এমন কিছু রয়েছে, যা এর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম ও কল্যাণময়।" সে বললো: "শুনাও।" আমি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে ৩০তম পারার সূরা তাকবীরের প্রথম তিন আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলাম:

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْۙ(۱) وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْۙ(۲) وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْۙ(۳)

(পারা ৩০, আত তাকবীর, আয়াত ১-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন সূযরশ্মিকে মুড়িয়ে ফেলা হবে, এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে, আর যখন পাহাড় পর্বতকে চলমান করা হবে।

www.dawateislami.net

এই আয়াতসমূহ শুনে সেই ব্যক্তি কাঁদতে লাগলো, যখন আমি **আল্লাহ্ পাকের** এই বাণীতে পৌঁছি ﴿وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿۱۰﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর যখন আমলনামা খোলা হবে) (পারা ৩০, তাকবীর, আয়াত ১০) তখন সে বলতে লাগলো: "হে বাঁদি! আমি তোমাকে **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্ত করলাম, এই মদ বাসিয়ে দাও এবং বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলো।" অতঃপর সে আমাকে কাছে ডাকলো এবং বলতে লাগলো: "আমার ভাই! তুমি কি বলো, **আল্লাহ্ পাক** কি আমার তাওবা কবুল করবেন?" আমি উত্তরে ২য় পারা, সূরা বাকারার ২২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলাম: ﴿اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ﴿۲۲۲﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** নিশ্চয় **আল্লাহ্** পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে।" (এতটুকু শুনে সে তাওবা করে নিলো)।

(দুররাতুন নাসিহীন, আল মাজলিসুল খামিস ওয়াল খামসুন ফি ফযীলাতুত তাওবা, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ শানদার, অতুলনীয় ও অসাধারণ এবং হিদায়ত সম্পন্ন কিতাব, কেননা দুনিয়ার রং তামাশায় মত্ত, গান বাজনা শুনার প্রেমিক, মদ্যপানে অভ্যস্থ এবং গুনাহের অতল গহ্বরে ডুবে থাকা ব্যক্তি যখন এই পবিত্র বাণীর আখিরাতের চেতনা সমৃদ্ধ আয়াতে মোবারাকা শুনলেন, তখন তা প্রভাবময় তীর হয়ে তার অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গেলো, তার জীবনে প্রকৃত মাদানী বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো এবং তার তাওবার তৌফিক নসীব হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ্ পাকের** বাণীরই ফয়যান যে, যার

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত শুনেই অন্তর কেঁপে উঠে এবং দু'নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়, এমন হবেই না কেন, এটি তো **আল্লাহ পাকের** এমনি প্রিয় এবং সত্যিকার বাণী যে, এটি অবতীর্ণকারী হলো; **রব্বুল আলামীন** (বিশ্বজগতের প্রতিপালক), আর বহনকারী রুহুল আমীন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, এই মহান কিতাব যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে **তিনি** হলেন **রাহমাতুল্লিল আলামিন** (বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ), যেই উম্মতের জন্য এসেছে তারা সকল উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো স্পষ্ট আরবী ভাষা আর যে মাসে অবতীর্ণ হয়ে তাহলো সকল মাসসমূহের মধ্যে সম্মানিত, যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বোত্তম রাত, আর যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বোচ্চ স্থান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনুল করীম **আল্লাহ্ পাকের** ওহী, **আল্লাহ্ পাকের** নৈকট্য লাভের মাধ্যম, সকল আসমানী কিতাব সমূহের সারাংশ, সকল জ্ঞানের ঝর্ণাধারা, হিদায়তের সমষ্টি, রহমত এবং বরকতের ভান্ডার, এমন নূর যা দ্বারা পথভ্রষ্টতার সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষের জাহির (প্রকাশ্য) এবং বাতিন (গোপন) কে পবিত্র করে তাকে অতুলনীয় বানিয়ে দেয়, এমন বিশ্বস্ত সাথী যে কবরেও সঙ্গ অবলম্বন করে, অন্তিম মুহূর্তে ও কবরে এবং হাশরে বিশ্বস্ততার হক আদায় করবে। এতে রোগাক্রান্ত মনের শিফা রয়েছে, যে একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো সে হিদায়ত প্রাপ্ত হয়ে গেলো, যে এর উপর আমল করলো সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেয়ে গেলো। আসুন! এই পবিত্র বাণীর গুণাবলী এবং এর শান ও শওকত স্বয়ং **তাঁরই** ভাষায় শুনি, যেমনটি ১৫তম পারার সূরা বণী ইসরাঈল এর ৯ম আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

(পারা ১৫, বণী ইসরাঈল, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় এই কোরআন ওই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সোজা।

১৪তম পারার সূরা নাহলের ৮৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۸۹﴾

(পারা ১৪, নাহল, আয়াত ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমি আপনার উপর এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ, হিদায়াত, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৩৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۸﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও পথ-প্রদর্শন এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শেষোক্ত আয়াতে মোবারাকার আলোকে বলেন: কুরআন শরীফের সাধারণ ফয়যান তো সাধারণ লোকের জন্য অর্থাৎ সকল কিছু বর্ণনা স্পষ্ট, কিন্তু বিশেষ ফয়য বিশেষ লোকের জন্য অর্থাৎ হিদায়ত দেয়া এবং সঠিক পথে লাগিয়ে দেয়া। (তিনি আরো বলেন:) কুরআনে করীমের বর্ণনা বা হিদায়ত হওয়া আমাদের জন্য, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নয়, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ব থেকেই সবকিছু শেখা পড়া এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং **তিনি (হুযুর)** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগে থেকেই হিদায়তের উপর ছিলেন। (তাফসীরে নঈমী, ৪/২০০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের আলোকিত পবিত্র আয়াত শ্রবণ করার পর সকল বুদ্ধিমানরা এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারবে যে, আসলে **"কুরআনই হিদায়তের কিতাব"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বাস্তবতার প্রকাশ্য প্রমাণ যেভাবে আমরা কোআনের আয়াত দ্বারা পেলাম ঠিক তেমনি হাদীসে মোবারাকার আলোকেও আমরা এই সুবাসিত মাদানী ফুল পাই যে, **"কোরআনই হিদায়তের কিতাব"**। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি হাদীসে পাক শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অতি শীঘ্রই একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর থেকে বাঁচার উপায় কি হবে? **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ পাকের** কিতাব, যাতে তোমাদের পূববর্তী ও পরবর্তীদের সংবাদ রয়েছে এবং তোমাদের পরস্পরের সিদ্ধান্ত রয়েছে, কুরআন হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী এবং এটি কোন উপহাস নয়। যে অত্যাচারী একে ছেড়ে দেবে **আল্লাহ পাক** তাকে ধূলিস্যাৎ করে দেবেন এবং যে তা ব্যতীত অন্য কোথাও হিদায়ত খুঁজবে **আল্লাহ পাক** তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তা **আল্লাহ্ পাকের** শক্ত রশি এবং প্রজ্ঞাময় আলোচনা, তা হলো সঠিক পথ, কুরআন হলো এমন কিতাব, যার বরকতে কামনা বাসনা বিকৃত হয় না, অন্য ভাষা মিশ্রিত হয়ে একে সন্দেহপূর্ণ বানাতে পারে না, যার প্রতি ওলামারা উদাসীন হয় না, যা অধিকহারে পূনরাবৃত্তি করাতে পুরোনো হয় না, যার বিস্ময় শেষ হয় না, কোরআনই হলো এমন কিতাব, তাই যখন তা জ্বিনেরা শুনলো তখন এরূপ না বলে থাকতে পারলো না যে, আমরা আশ্চার্য কোরআন শুনলাম যা কল্যাণের প্রতি অগ্রণী ভূমিকা রাখে, তখন

www.dawateislami.net

এর উপর ঈমান আনয়ন করলো, যে কুরআনের বক্তা সে সত্যবাদী, যে এর উপর আমল করেছে সে সাওয়াব পাবে, যে এর অনুযায়ী বিচার করবে সে ন্যায়পরায়ণ হবে এবং যে এর দিকে ডাকবে তবে তা অবশ্যই সঠিক পথের দিকে আহবান করলো।

(তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, বাবু মাজা ফি ফদলিল কোরআন, ৪/৪১৪, হাদীস নং-২৯১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ গুণাবলী সমৃদ্ধ কিতাব এবং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ পাকের** বাণীরই ফয়যান যে, আজও এই কিতাব থেকে হিদায়তের এমন ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে যে, আমরা তো আমরাই অন্যান্যরাও এর সত্য হওয়া সম্পর্কে বলছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আস্থার উপর এর উপর গবেষণায় ব্যস্ত। **‘কোরআনই হিদায়তের কিতাব’** এর প্রকাশ্য প্রমাণ হলো, যখন এই অতুলনীয় বাণীর জ্যোতি সমাজে পড়ে তখন অন্ধকার আলোতে পরিণত হয়ে গেলো, চারিদিকে হিদায়তের নূর ছড়িয়ে পড়েছে, গুনাহে লিপ্ত লোকেরা যখন হিদায়তে ভরা আয়াত শুনলো তখন কুরআনের নূরে তার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, তাদের অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং সে না তো শুধু নিজেই গুনাহ থেকে তাওবা করে নামায ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে গেলো বরং মুসলমানদের নেতা এবং পথহারা লোকদেরও পথ নির্দেশক হয়ে গেলো। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু’টি ঈমান তাজাকারী কাহিনী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাওবা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** (২য় খন্ড) এর ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে: তাওবা করার পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতো বড় এবং ভয়ঙ্কর ডাকাত ছিলেন যে, পুরো পুরো কাফেলাকে একাই লুট করে নিতেন। একবার একটি কাফেলা তার এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তাদের সেখানেই রাত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি লুটতরাজ করার জন্য যখন কাফেলার নিকটে পৌঁছলেন তখন কতিপয় কাফেলার সদস্যদের এরূপ বলতে শুনলো: তোমরা ঐ লোকালয়ের দিকে যেও না বরং অন্য কোন পথে গমন করো, এখানে ফুযাইল নামক এক ভয়ঙ্কর ডাকাত থাকে। যখন তিনি কাফেলার সদস্যদের এই কথা শুনলেন তখন তার মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেলো এবং উচ্চ স্বরে বললেন: হে লোকেরা! আমি ফুযাইল বিন আয়ায তোমাদের সামনেই বিদ্যমান, যাও! নির্ভয়ে চলে যাও, তোমরা আমার থেকে নিরাপদ। **আল্লাহ্**র শপথ! আজকের পর আমি আর কখনো **আল্লাহ্ পাকের** অবাধ্যতা করবো না। এতটুকু বলেই তিনি সেখন থেকে চলে গেলেন এবং নিজের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে সত্য পথের মুসাফিরদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই রাতে কাফেলার সদস্যদের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন: তোমরা ফুযাইল বিন আয়ায থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবো, অতঃপর তিনি তাদের পশুদের জন্য খাবার আনতে চলে গেলেন, যখন ফিরে এলেন তখন কাউকে কোরআনে পাকের এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করতে শুনলেন:

www.dawateislami.net

اَلَمْ یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ
(পারা ২৭, হাদীদ, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহ্**র স্মরণে।

কুরআনে করীমের এই আয়াত প্রভাবময় তীর হয়ে তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে গেলো। তিনি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন এবং নিজের কাপড়ে মাটি ঢালতে ঢালতে বললেন: হ্যাঁ! কেন নয়! **আল্লাহ্**র শপথ! এখন সময় এসে গেছে, এখন সময় এসে গেছে, তিনি এভাবে কাঁদতে লাগলেন অতঃপর নিজের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ২/১৭, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সেতারা বাদিকার (সেতারা বাজায় এমন মহিলার) তাওবা

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মুররি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সেতারা (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাদিকা এক মহিলা কোরআন তিলাওয়াতকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন তিনি (তিলাওয়াতকারী) ২১ পারার সূরা আনকাবুতের এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করছিলেন:

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۵۴﴾
(পারা ২১, আনকাবুত, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে;

এই আয়াতে মোবারাকা শুনতেই মহিলাটি সেতারা ফেলে দিয়ে একটি উচ্চস্বরে চিৎকার দিলো এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, যখন হুঁশ ফিরলো তখন সেতারা ভেঙ্গে ইবাদত ও রিয়াযতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে গেলো যে, আবিদা ও যাহিদা রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। একদিন আমি তাকে বললাম যে, নিজের সাথে একটু নম্রতা প্রদর্শন করুন! একথা

www.dawateislami.net

শুনে কাঁদতে কাঁদতে বললো: আহ! আমি যদি জানতে পারতাম যে, জাহান্নামীরা তাদের কবর থেকে কিভাবে বের হবে! পুলসিরাত কিভাবে অতিক্রম করবে? কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে? ফুটন্ত গরম পানির ঢোক কিভাবে পান করবে? **আল্লাহ্ পাকের** গযবকে কিভাবে সহ্য করবে? এতটুকু বলার পর আবারো বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো, যখন হুঁশ ফিরলো তখন **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করলো: হে আমার **প্রতিপালক**! আমি যৌবনে তোমার অবাধ্যতা করেছি এবং দূর্বল (বৃদ্ধ) অবস্থায় তোমার আনুগত্য করছি, তুমি কি আমার ইবাদত কবুল করবে? অতঃপর সে এক হৃদয় বিদারক শব্দ করলো এবং বললো: আহ! কিয়ামতের দিন কতইনা লোকের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে, অতঃপর সে একটি চিৎকার দিলো এবং এমন হৃদয়বিদারক ভঙ্গিতে কাঁদলো যে, উপস্থিত সকলেই বেহুঁশ হয়ে গেলো।

(আর রওযুল ফায়িক, আল মজলিসুস সা'বেয়ে ওয়া ইশরুন..., ১৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ প্রভাবময় বাণী, যার তিলাওয়াত শ্রবণ করে মানুষের মন কেঁপে উঠে, শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে যায়, মানুষের আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে যায় এবং বড় বড় গুনাহগারদের সত্যিকার তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়। একবার ভাবুন যে, যেই কালামে পাক শ্রবণ করার কারণে এই বরকত অর্জিত হয় যে, বড় বড় অপরাধী সঠিক পথে ফিরে আসে এবং **আল্লাহ্ পাকের** অনুগত হয়ে যায়, আর যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান এই পাক কালামের তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর বিধানাবলীর উপর আমল করে তবে তাদের এর কিরূপ বরকত নসীব হবে।

www.dawateislami.net

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনে পাকের আবশ্যকতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রসার করার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে (প্রাপ্ত) বয়স্ক ইসলামী ভাইদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর বিভিন্ন মসজিদ, মার্কেট, বাজার, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীদের সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ইসলামী বোনদের জন্য বিভিন্ন স্থান ও সময়ে হাজারো প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, ইসলামী ভাইদেরকে ইসলামী ভাইয়েরা এবং ইসলামী বোনদের ইসলামী বোনেরাই পড়িয়ে থাকে, অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনুল করীম শেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করা, নামাযের মাসআলা শেখা এবং সুন্নাতের ফ্রি শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। আমাদেরও নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিৎ, যদি আমরা সঠিক পদ্ধতিতে কুরআনুল করীম পাঠ করতে জানি তবে **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে অপরকেও পড়ানো শুরু করে দিন এবং যদি পড়তে না পারেন তবে পড়া শুরু করে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"তিলাওয়াতের ফযীলত" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনের তিলাওয়াতের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়াতে এবং কোরআনের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**তিলাওয়াতের ফযীলত**" রিসালা

www.dawateislami.net

অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই রিসালায় কুরআনের তিলাওয়াত করা এবং কোরআন শেখা ও শেখানোর ফযীলত, কুরআনের তিলাওয়াতের ২১টি মাদানী ফুল, তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল, কোরআনে পাক স্পর্শ করার ৯টি মাদানী ফুল সহ এবং আরো অনেক চিত্তাকর্ষক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ্ পাকের** মকবুল ওলী এবং উম্মতে মুসলিমার সেই মহান বৈপ্লবিক পথনির্দেশক এবং কল্যাণকামী, কেননা যিনি কুরআনের উপর আমলকারী হওয়ার পাশাপাশি কুরআনের তিলাওয়াতের সত্যিকার প্রেমিক, তাঁর লিখনি, সুন্নাতে ভরা বয়ানসমূহ, মাদানী মুযাকারা, অডিও বার্তা ও ভিডিও বার্তা ইত্যাদি এর প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে যে, তিনি অন্যান্য মুসলমানকেও নেককার নামাযী, কুরআনের আমলকারী এবং কুরআনের তিলাওয়াতের প্রেমিক বানাতে রাতদিন ব্যস্ত রয়েছেন, সুতরাং তাঁর নেক আমলের মাধ্যমে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুবাদ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) পাঠ করারও উৎসাহ প্রদান করেছেন। **নেক আমল নম্বর ৫** এ রয়েছে: আপনি কি আজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর কমপক্ষে একবার করে **আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস** এবং **তাসবীহে**

www.dawateislami.net

ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **পাঠ করেছেন?** আর **নেক আমল নম্বর ৬** এ রয়েছে: আপনি কি আজ কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পড়ে বা শুনে নিয়েছেন? অথবা সীরাতুল জিনান থেকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

আল্লাহ্ পাক আমাদেরও নেক আমলের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাফসীর শুনে শুনানোর হালকা

ফজরের নামাযের পর **"তাফসীর শুনে শুনানোর হালকা" দাওয়াতে ইসলামীর ১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ। যাতে প্রতিদিন ৩টি আয়াতের তিলাওয়াত, সাথে কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং খাযাইনুল ইরফানের তাফসীর বা নুরুল ইরফানের তাফসীর অথবা সীরাতুল জিনানের তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া কাব্যিক ভাবে পাঠ করা হয়, ফজরের পর কোরআনের তাফসীর শুনে শুনানোর হালকার বরকতে মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে, কোনআনের তিলাওয়াত শুনার সুযোগ হয়ে থাকে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইলমে দ্বীনের রঙিন মাদানী ফুল শ্রবণ করতে পারবো, কোরআনে করীম শুনে শুনানোর এবং বুঝে বুঝানো কেমন কথা এরপর ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায় করা হয়।

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَیۡرُکُمۡ مَنۡ تَعَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ وَعَلَّمَہٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। **(বুখারী ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭)**

www.dawateislami.net

ফজরের পর তাফসীর শুনে শুনানোর হালকায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোরআনের তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাত হতে ৪ পৃষ্ঠার দরস, আর কিছু ওয়াজিফা, আউলিয়া কেরামের আলোচনার দ্বারা পূর্ণ শাজরা পড়া ও শুনার সৌভাগ্য লাভের মাধ্যমে দিনের সূচনা করা কেমন বরকত সম্পন্ন হবে।

যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে যায় এবং ২ রাকাত নামায আদায় করে, এর জন্য বিশেষ ফযীলতও রয়েছে। যেমনি ভাবে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠে যায়, অতঃপর ২ রাকাত নামায আদায় করে, তাহলে সে সম্পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব পাবে। (তিরমিযী ১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৯) অপর বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর জায়নামাযে (নিজের নামাযের স্থানে) বসে থাকে অবশেষে ইশরাকের নফল নামায আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় শুধু মাত্র ভাল কথা বলে, তবে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (আবু দাউদ ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনের ফয়েয এবং দ্বীনি কাজের বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এমন উন্নতি অর্জিত হয়েছে যে, দিন দিন হাজারো লোক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং তাদের জীবনে দারুণ বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

ভবঘুরে অভ্যাস গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম উপস্থাপন করছি: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলাম, ঝগড়া ফ্যাসাদ করা, চুরি করা, ভবঘুরে ঘুরাঘুরি করা আমার স্বভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। আমার এই স্বভাবের কারণে পরিবার ও মহল্লাবাসী আমার প্রতি বিরক্ত ছিলো। অবশেষে একদিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে জেগে উঠলো, ঘটনাটি হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করলেন, তার প্রচেষ্টা সফল হলো এবং আমি সাথে সাথেই তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম আর আমার নিয়্যতকে সফল করার জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফিরও হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে আমার আখিরাতে ভাবনা নসীব হলো। আমি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফও মুখে সাজিয়ে নিলাম আর মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানোর নিয়্যতও করে নিলাম। এই বর্ণনা লিখার সময় আমি মাদানী কাফেলার জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রত আছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা

দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ সমূহের মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো মাকতাবাতুল মদীনা। বর্তমান যুগে বার্তা পৌঁছানো এবং কিতাব ও পুস্তিকাকে প্রচার প্রসারের জন্য আধুনিক পন্থার ব্যবহার খুব দ্রুততার সাথে ব্যাপক হতে চলেছে, আধুনিক পদ্ধতিকে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো বা অন্যান্য জায়েয উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করাই তো উচিত ছিল, কিন্তু আফসোস বাতেল শক্তি এই যোগাযোগের মাধ্যমকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের পরিপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত করেছে, যার সাহায্যে তারা দিন রাত নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার - প্রসার করে সহজ সরল মুসলমানকে সঠিক পথ থেকে দূরে রাখার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। বিশেষ করে একদিকে আমলহীনতার বন্যা নিজেদের ধ্বংসযজ্ঞতা চালাচ্ছে অপর দিকে বদ আকিদার ভয়ানক তুফান ভীতিকর তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নাজুক অবস্থায়ও বদ আকিদার বন্যার পূর্বে বাঁধ নির্মাণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার রঙ ছড়িয়ে পড়ছে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৪০৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮৬ ইংরেজীতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা 'র শানদার সূচনা হয়। দাওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগে প্রথমত শুধুমাত্র বয়ান সমূহের অডিও ক্যাসেট ছিল এবং পরবর্তীতে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দয়ার দৃষ্টিতে এমন উন্নতি সাধন হয়েছে যে, অডিও ক্যাসেট দ্বারা নিজের কাজের সূচনাকারী প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার অধীনে আজ বাবুল মদীনা করাচীতে প্রেস (Press)

www.dawateislami.net

এবং ভিসিডি (VCD) অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রত্যেক প্রকারের আধুনিক সুযোগ - সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সজ্জিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনা হতে সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ এবং মাদানী মুযাকারার লক্ষ লক্ষ ক্যাসেট ও ভিসিডি সারা দুনিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে, এখানেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং অন্যান্য উলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللهُ 'র কিতাব সমূহও প্রকাশিত করে অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে সুন্নাতকে জীবিত করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের অশেষ ভান্ডার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, তা শ্রবণ করা এবং এর উপর আমল করা কল্যাণ ও বরকত এবং আখিরাতের মুক্তির উপায়, কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে আজ মুসলমানের নিকট এর তিলাওয়াত করা, তা অনুধাবন করা এবং এর উপর আমল করার সময় নেই, অনেকের রমযানুল মোবারকে এর সৌভাগ্য নসীব হয় এবং অনেকে তো রমযান মাসেও এর তিলাওয়াত বরং এর যিয়ারত থেকেও বঞ্চিত রয়ে যায়। কেননা এখন রমযানুল মোবারকে "টাইম পাস" করার জন্য আমরা নিজের মূল্যবান সময় হোটেলে, অহেতুক বৈঠকে, পার্কে, নারী-পুরুষের মিলিত বিনোদন স্পটে অতিবাহিত করা, পত্রিকা পাঠ করা, সিনেমা নাটক বা মিউজিকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা বা শুনা, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচের আলোচনা করা বা শুনা, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলা এবং স্যোসাল মিডিয়ার গুনাহে ভরা ব্যবহার করাতে নষ্ট করে দেয়। যদি আমরা নিজের মূল্যবান সময়কে এই অহেতুক

www.dawateislami.net

ব্যস্ততায় নষ্ট না করে প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ুন, তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অসংখ্য নেকী আমাদের আমলনামায় লিখা হবে এবং যদি প্রতিদিন ৩ আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেন তবে এর বরকতে জ্ঞানের অশেষ ভান্ডারও অর্জিত হবে, কেননা কুরআনে করীমে হালাল ও হারামের বিধানাবলী, শিক্ষা এবং উপদেশ সমৃদ্ধ বাণী, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলী ও অবস্থা এবং জান্নাত ও দোযখের অবস্থার পাশাপাশি জ্ঞানের এমন ভান্ডার বিদ্যমান রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্তও শেষ হতে পারে না।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"কুরআনের আশ্চর্য ও অনন্য ঘটনা"** কিতাবে রয়েছে: কুরআনে **মজীদ** যদিওবা প্রকাশ্যভাবে ৩০ পারার সমষ্টি, কিন্তু এই অর্ন্তনিহিত অবস্থা ব্যাপক বরং অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন ভান্ডার, যা শেষ হবার নয়, কোন এক আরিফ বিল্লাহ্‌র প্রসিদ্ধ শের হচ্ছে; جَمِيْعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْاٰنِ لٰكِنْ. تَقَاصَرَ عَنْهُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

অর্থাৎ সকল বিজ্ঞান কুরআনে বিদ্যমান, কিন্তু মানুষের জ্ঞান তা বুজতে অপারগ। কুরআনে মজীদে শুধু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ণনা নয় বরং বাস্তবতা হচ্ছে যে, কুরআনে মজীদে সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের স্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ আকাশের এক একটি তারা, সাগরের এক একটি বিন্দু, শ্যামলভূমির এক একটি ঘাস, মরুভূমির এক একটি কণা, গাছের এক একটি পাতা, আরশ ও কুরসির এক একটি কোণা, সমগ্র বিশ্বভ্রান্ডের এক একটি কোণা, অতীতের প্রতিটি ঘটনা, যুগের প্রতিটি অবস্থা, ভবিষ্যতের প্রত্যেক ঘটনাবলী কুরআনে মজীদে ব্যাপক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা

www.dawateislami.net

হয়েছে, সুতরাং **আল্লাহ্ পাকের** ইরশাদ হচ্ছে: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। (পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৩৮) কুরআনে **মজীদ** তো জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐ ভান্ডার, যা কখনো শেষ হতে পারে না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত ওলামায়ে কিরাম এই বিশাল সমুদ্র থেকে সর্বদা আশ্চার্যজনক বিষয়ের মুক্তো কুড়িয়েই থাকবেন এবং হাজারো লাখো কিতাবে স্তুপ হতেই থাকবে। (আজাইবুল কোরআন, ৪১৯,৪২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশীর হক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! বয়ান শেষ করার পূর্বে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র রিসালা "কিয়ামতের পরীক্ষা" হতে প্রতিবেশীর কতিপয় হক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুইটি প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করুন: (১) "**আল্লাহ্ পাকের** নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল। যে আপন প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৫১) (২) "যে আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন **আল্লাহ্ পাক**কে কষ্ট দিল।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩) ✱"নুজহাতুল ক্বারী" কিতাবে বর্ণিত আছে: প্রতিবেশী করা, এটিকে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন প্রচলন এবং কার্যাবলীর দ্বারা বুঝে নেয়। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে/ প্রতি কর্তব্য সমূহের মধ্যে এগুলো রয়েছে যে; তাকে প্রথমে সালাম করবে, ✱তার সাথে দীর্ঘ আলাপ না করা, তার অবস্থাদির সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা।

www.dawateislami.net

ঘোষণা

প্রতিবেশী সম্পর্কে অবশিষ্ট হক তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

www.dawateislami.net

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net